তারিখ ... 5 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

# জাবি মেডিক্যাল সেন্টারে নিম্নমানের ওষুধ

## শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, অস্বীকার কর্তৃপক্ষের

■ নিলয় মামুন, জাবি সংবাদদাতা

নিম্নমানের সামান্য কিছু কোম্পানির কয়েক পদের ওষুধে চলছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টার। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ সেখানে কোনো ভালো কোম্পানির ওষুধ পাওয়া যায় না। যখনই শিক্ষার্থীরা কোনো সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের কাছে যান তখন বেশিরভাগ শিক্ষার্থীদেরই প্যারাসিটামল গ্রুপের ওষুধ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এমনকি মাঝে মাঝে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধও মেডিক্যাল থেকে সরবরাহ করা হয় বলে জানা যায়। তবে ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার ডা. মোজেজা জহুরা জানান, মেডিক্যালে প্রায় ৩২ ধরনের ওষুধ রয়েছে। তবে বাজেট সংকটের কারণে আমরা এর সংখ্যা বাড়াতে পারছি না। আর মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ হয়তো অসতর্কতা অথবা ১ মাস মেয়াদ আছে এমন ওষুধ গিয়ে থাকতে পারে। তবে এমন অভিযোগ নিয়ে কেউ আসলে তার ওষুধ পরিবর্তন করে দেওয়া হয়।

জানা যায়, এবছর মেডিক্যালে ওষুধ কেনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় ১৩ লাখ টাকা বাজেট দেওয়া হয়। যেই টাকা দিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর টেন্ডারের মাধ্যমে ওষুধ কেনা কমিটির সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে বিভিন্ন কোম্পানি থেকে ওষুধ ক্রয় করা হয়। এ হিসাব অনুযায়ী প্রতিদিন প্রায় ৩৫শ ৬১ টাকার ওষুধ কেনা হয় শিক্ষার্থীদের জন্য। আর প্রতিদিন মেডিক্যালে চিকিৎসা নেওয়া শিক্ষার্থীদের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৩৫০ জনকে দৈনিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এতে দেখা যায় মাত্র ১০ টাকার ওষুধ বরাদ্দ থাকে একজনের জন্য। ১৫ হাজার শিক্ষার্থীর তুলনায় এই বাজেট খুবই অপ্রতুল।

অন্যদিকে মেডিক্যালে ওষুধ সম্পর্কে জানতে গিয়ে দেখা যায়, মাত্র ৮ থেকে ১০টা কোম্পানির ২৫ থেকে ৩০ পদের ওষুধ রয়েছে। এর মধ্যে অখ্যাত কোম্পানির ওষুধেই বেশি। ভালো কোম্পানির ওষুধ বেশি কেন কেনা হয় না জানতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার ডা. মোজেজা জহুরা বলেন, আমাদের কাছে যেসব কোম্পানি টেন্ডার নিয়ে আসে তাদের ওষুধ কেনা হয়। এসব কোম্পানির ওষুধের গুণগত মানও খারাপ না। তবে বাজেট বাড়ালে আমরা প্রথম সারির কোম্পানির ওষুধ কিনতে পারবো। স্টোর রুমে বর্ষা মৌসুমে পানি পড়ার কারণে অনেক ওষুধ ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। শিক্ষার্থীদের এসব ওষুধই সরবরাহ করা হয় বলে জানা যায়।

মেডিক্যালের সহকারী রেজিস্টার (স্টোর) নূরে-এ-কামাল পিংকু জানান, প্রশাসনকে জানানোর পরও এটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই অনেক সময় এই ভেজা ওষুধ বা স্যালাইনই শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করতে হয়। প্রো-ভিসি অধ্যাপক আবুল হোসেন বলেন, স্টোর রুমের এমন অবস্থা সম্পর্কে আমার জানা নেই। তবে আমি খোঁজ নিব। আর ওষুধ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের মেডিক্যালে কোনো নিম্নমানের ওষুধ নেই।